Issue cover not available

Vol. 17 | No. 1 | 1973

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সুফী কবি জালালুদ্দীন রুমী

Volume	17
Issue	1
Year	1973
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হরেন্দ্র চন্দ্র পাল
Published online	June 1, 1973
DOI	10.62328/sp.v17i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v17i1.1
Pages	1-19
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সুফী কবি জলালুদ্দীন রূমী

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল

'মৌলানা রূমী' নামে বিশ্বখ্যাত ফারসী কবি জালালুদ্দীন মুহম্মদ বল্খী তাঁর জন্মভূমি পারশ্য দেশে বরং 'মৌলবী' বলেই বিশেষভাবে পরিচিত। এই পরিচয়-নামা দুটি উপাধির মধ্যে একটা বেশ অর্থ সঙ্গতিও রয়েছে বলে মনে হয়। 'মৌলা' হতে মৌলবী ও মৌলানা—এ দুই শব্দেরই উৎপত্তি। আরবী ভাষায় মৌলবী অর্থে 'আমার প্রভু' এবং মৌলানা বলতে বুঝি 'আমাদের প্রভু'। সঙ্কীর্ণ পরিবেশ ছাড়িয়ে যখনই তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করলেন তখন তিনি আর 'মৌলবী' নন, হলেন সকল বিশ্বের ত্রাণকর্তা, পরামর্শদাতা বা 'মৌলানা'।

এই মরমিয়া কবি মুসলিম জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সুফী-দার্শনিক। যেমন দার্শনিক, তেমনি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ তাপসও বটে। তিনি তাঁর কর্মস্থান তুরস্কে, 'দরবেশ' শ্রেণীভুক্ত 'মেবলবী' (**Mevlei** বা মৌলবী) নামক সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্টতা হলো নৃত্য-গানের মাধ্যমে সুফীতত্ত্বের পরিবেশন করা। তাই তাঁর পরিচালনাধীন শিষ্যবর্গ '**Whirling Darvishes of Turkey** বলে সাধারণভাবে পরিচিত।

জলালুদ্দীন পারশ্য দেশের অন্তর্গত 'বল্খ' শহরে হিজরী ৬০৪ সনের রবী'উল্—আউঅল (তথা ১২০৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর) মাসের ৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 'রূমী' নামে পরিচিত হবার আসল কারণ, তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় পশ্চিম তুরস্ক দেশ (**Western Turk Land**) তথা এশিয়া মাইনর (**Asia Minor**)-এর অন্তর্ভুক্ত কোনিয়া (কুনিয়া বা **Inconium**) শহরে

অতিবাহিত করেন। তখনকার যুগে পশ্চিম তুরস্ক মুসলিম জগতে 'রূম' **(Rome)** বলেই পরিচিত ছিল। মেব্‌লবী সম্প্রদায়ের নিকটই তিনি বিশেষ করে 'মৌলানা' বলে পরিচিত হলেও, ক্রমে তিনি বিশ্ববাসীর নিকট এই উপাধির মাধ্যমেই খ্যাতিলাভ করেন। তাছাড়া এই খ্যাতির প্রকৃষ্ট কারণ, তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান 'মসনবীয়ে-মন্‌অবী' নামক গূঢ়-রহস্যপূর্ণ কাব্য-গ্রন্থ যা মুসলিম জগতে 'ফারসী কোরান' বলে সাধারণভাবে অভিহিত হয়ে থাকে।

'রূমী' বলেই বিশেষভাবে পরিচিত হলেও, কবিবর জালালুদ্দীন নিজকে (তাঁর জন্মভূমি 'বল্‌খ' খুরাসান প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত) খুরাসান-বাসী বা খুরাসানী বলে ভাবতেই গর্ব বা আনন্দানুভব করতেন। তাঁর উপদেশাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ 'ফীহি মা ফীহি' তে এ মন্তব্যের যেমন অনেক প্রমাণ রয়েছে, তেমনি কবিবর তাঁর স্বদেশ-বাসী প্রিয় শিষ্য আমীর তাজুদ্দীন খুরাসানীকে 'হম্‌-শহরী' (বা একই শহর-বাসী) বলে সম্বোধন করে আনন্দানুভব করতেন বলেও 'মনাক্বিবুল্‌ আরিফীন' প্রণেতা আহমদ অফ্লাকী মন্তব্য করেছেন।

জলালুদ্দীনকে খুদাবন্দগার (বা প্রভু) বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং শমসুদ্দীন আহমদ অফ্লাকীর মতে এই উপাধি বা ডাক-নাম তাঁর বাবা বহাউদ্দীন উঅলদ-ই তাঁকে দিয়েছিলেন এবং সেই নামেই আদর করে বাল্য-কালে কবিবরকে সম্বোধন করতেন। আবার, রূমীর জীবন-চরিতকার তিহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বদীউজ্‌-জামান ফরূজনফর তাঁর "আহ্‌ওআল ও জিন্দগানিয়ে জলালুদ্দীন" নামক গ্রন্থে এরূপ মন্তব্য করেছেন যে যদিও রূমী তাঁর 'মৌলবী' উপাধি দ্বারাই বিশ্বের সকল সুফী সন্তদের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছেন, কিন্তু খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কোন জীবনীকারই তাঁকে এই 'মৌলবী' উপাধিদ্বারা ভূষিত করেননি। 'মনাক্বিবুল্‌ আরিফীন' বা সুফী-সন্তদের মহৎ গুণাদির প্রণেতা অফ্লাকী তাঁর গ্রন্থের উপক্রমণিকায় রূমীকে 'সির্‌অল্লাহঅল্‌-আ'জম' (বা মহান আল্লার গুপ্ত-রহস্য) উপাধিদ্বারা ভূষিত করেছেন। কিন্তু তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে এই উপাধির আর কোন উল্লেখ করেননি। রূমী সম্বন্ধীয় আর কোন গ্রন্থেও এই উপাধির

উল্লেখ পাওয়া যায়নি। কবিবর জলালুদ্দীন 'রূমী' নামেই প্রসিদ্ধ হলেও, তাঁর 'তখল্লুস' বা কবি-নাম কিন্তু 'রূমী' নয়। তাঁর গীতি-কবিতা বা গজল কাব্যে তিনি নিজকে গোপন রেখে তাঁর মুর্শিদ বা গুরুদেবের নাম শমসে তব্রীজ' ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও ইরানীয় অধ্যাপক ফরূজনফর অনুমান করেন যে তাঁর আলাদা একটি কবি-নামও ছিল ও তা হলো 'খামূশ' (নির্বাক বা বিলীন)। এবং তিনি এই কবি-নামটি রূমীর কাব্য-সংগ্রহ কুল্লিয়াতে-শমসে তব্রীজ'-এর স্থানে স্থানে খুঁজে পেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বয়ৎ (বা শ্লোক) ঐ গ্রন্থেরই ৮৫৪ পৃষ্ঠা হতে তিনি উল্লেখ করেন,

খামুশ কি জিয়ান হমহ জিয়ান-অস্ত,
তু সুয়ে-জিয়ান চি মী মীগুরীজী।

অর্থাৎ, হে বিলীন (কবি) সব কিছুই (যখন অন্তিমে) বিনষ্ট, তুমি বিনষ্টের প্রতি কেন (অনর্থক) ধাবিত হও ?

রূমীর পূর্ব-পুরুষের বর্ণনায় সুবিখ্যাত সুফী-কবি জামী তাঁর 'নফহাতুল-উন্স' নামক মহৎ-চরিত সংগ্রহে লিখেছেন, জলালুদ্দীনের ঊর্দ্ধতন পুরুষ ছিলেন হযরত মুহম্মদের একান্ত প্রিয় ও প্রথম খলীফাহ আবুবকরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। রূমীর সুযোগ্য পুত্র সুলতান উঅলদ-ও তাঁর মসনবী-কাব্যে পিতামহ বহাউদ্দীন উঅলদের বর্ণনায় লিখেছেন,

আসলে উ দর নসব আবুবক্‌রী ;
জাঁ চু সিদ্দীক দাশ্‌ৎ উ স্বদরী।

অর্থাৎ, বংশ পরম্পরায় তিনি আবুবকর হতে উদ্ভূত ; তাই মহান (আবুবকর) সিদ্দীকের ন্যায় তিনিও মর্যাদাপূর্ণ আসন অলকৃত করেছিলেন। কথিত আছে, খলিফা হযরত উসমানের রাজত্বকালে আনুমানিক ৬৪৭ হিজরীতে হযরত আবুবকরের কোন পুত্র বা পৌত্র খুরাসান আক্রমণকারী আরবযোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি প্রাচীন বক্রিয়া (Bactria)-র রাজধানী বল্‌খ শহরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরই বংশধর রূমীর প্রপিতামহ হলেন আহমদ অল্-খত্বীবী। তাঁর উপাধিদৃষ্টে অনুমিত হয় যে তিনি ছিলেন কোন একজন

ধর্ম-প্রচারকের পুত্র বা শিষ্য। তিনি বিয়ে করেন মধ্য এশিয়ার খারিজম-শাহ রাজবংশের কোন তনয়াকে। সেই রাজ তনয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন রূমীর পিতামহ জলালুদ্দীন হোসেন। পিতামহ হোসেন আবার বিয়ে করেন খুরাসান রাজবংশের খুরুরমশাহ নামে কোন রাজা বা রাজন্যের এক কন্যাকে। তাঁদেরই মিলিত সন্তান হলেন রূমীর পিতা বহাউদ্দীন মুহম্মদ। জ্ঞানীদের সম্রাট বা 'সুলত্বানুল 'উলমা' নামেই ছিলেন তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং সাধারণভাবে তিনি পরিচিত ছিলেন বহাউদ্দীন উঅলদ নামে। এই বহা উঅলদের তিন সন্তান—এক কন্যা ও দুই পুত্র এবং তাঁদের সকলের কনিষ্ঠ হলেন আমাদের সাধক কবি মৌলানা রূমী।

অফ্লাকী রচিত মনাকিবুল আরিফীনের অনূদিত গ্রন্থে স্যার জেমস রেড-হাউস **(Sir James Redhouse)** বলেন, যৌবনেই বহাউদ্দীন এরূপ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যে তাঁর মাতুল বংশীয় রাজন্যবর্গ শীঘ্রই তাঁকে রাজ সিংহাসনে বসাতে বদ্ধপরিকর হলেন, কিন্তু বহাউঅলদ তা অতি তাচ্ছিল্য ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সুফী সাধক। অফ্লাকীর মতে তাঁর সুফী পন্থা (বা খির্ক্) প্রসিদ্ধ সুফী আহমদ গজালীর অনুসারী ছিল; কিন্তু ফরূজনফর তাঁর রূমীর জীবন চরিতে উল্লেখ করেছেন যে অন্যান্যদের মতে বহাউদ্দীনের সুফী পন্থা প্রসিদ্ধ সুফী সাধক নজমুদ্দীন কুবরার ধারানুযায়ী ছিল। তাঁর ধর্ম-পন্থার সার কথা হলো 'আমরে ম'অরূফ ও নহী-অজ মুন্‌কির'' অর্থাৎ যা ন্যায় ও সত্য বলে বিবেচিত, তাই মেনে চলবে এবং অন্যায় অসত্য হতে সর্বদা দূরে থাকবে।

তাঁর 'সুলত্বানুল-উলমা' উপাধি সম্বন্ধে কথিত আছে যে বল্‌খ শহরের সকল জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি একসঙ্গে একই রাত্রে এবং একই স্বপ্নের মাধ্যমে দিব্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং সেই সঙ্গে তাঁরা সকলেই তাঁর শিষ্য বলেও গণ্য হলেন। পিতাপুত্রের পার্থক্য বুঝাতে মৌলানা রূমীর পিতাকে অনেক সময় 'মৌলানায়ে বুজুর্গ' বলেও অভিহিত করা হতো। বস্তুতঃ তিনি সর্বজনমান্য ছিলেন। এবং

দৌলৎশাহ তাঁর প্রসিদ্ধ 'তজকিরহ' (বা জীবন-চরিত সংগ্রহ)-তেও তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, বল্‌খ-বাসী সকলেরই তাঁর প্রতি একটা বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল।

বহাউদ্দীনের খ্যাতি ও প্রভাব ক্রমেই বিস্তার লাভ করে এবং ক্রমশঃ আরো অনেক শিষ্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১২০৮ খৃষ্টাব্দ হতে তিনি তাঁর বিশেষ ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। পবিত্র কোরান পাঠ মাধ্যম এর গূঢ়-তত্ত্ব অনুধাবণ করতে ও তৎসঙ্গে ইসলাম ধর্মের রীতি নীতি অতি নিষ্ঠার সহিত পালন করতে তিনি সকলকে উৎসাহিত করলেন। কিন্তু তাঁর এই সব আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ও যুক্তিবাদী মন তথাকথিত দার্শনিকদের বিরাগ ভাজনের কারণ হয়ে উঠে। সেই সময়ে বিখ্যাত দার্শনিক ফখ্‌রুদ্দীন রাজীর (১১৪৯—১২০৯) তৎকালীন বল্‌খ সম্রাট খারিজম শাহের উপর ছিল অতি প্রভাব। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট নালিশ করলেন যে এসব ধর্ম-প্রচারের মূলে রয়েছে বস্তুতঃ রাজদ্রোহিতা ও কোনপ্রকারে সিংহাসন লাভের প্রচেষ্টা। রাজদরবারে এজন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হলে বহাউদ্দীন কোন বক্তব্য না রেখে সন্দেহ দূরীকরণের জন্য রাজধানী পরিত্যাগ করে শীঘ্রই দূরান্তরে চলে যেতে রাজী হলেন।

তাছাড়া বহাউদ্দীনের দেশ পরিত্যাগের অন্য কারণও আছে বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন যে মুহম্মদ খারিজমশাহ সুফী মতাবলম্বী কুব্রাইয়া সম্প্রদায়ের প্রতি ছিলেন অতি বিরাগভাজন। এবং সে কারণেই নজ্‌মুদ্দীন কুব্রার অতি প্রিয় শিষ্য এবং ঐ সম্প্রদায়েরই একজন প্রসিদ্ধ নেতা মজদুদ্দীন বাগদাদীকে তিনি অক্সাস (Oxas) নদীতে নিমজ্জিত করে হত্যা করেন। তারীখে গুজীদহ প্রণেতা মুস্তৌফীর মতে জলালুদ্দীনের পিতা মৌলানা (অর্থাৎ 'মৌলানায়ে বুজুর্গ') এই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং নজমুদ্দীনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। যদি তাই হয়, তাহলে খরিজম শাহ ও বহাউদ্দীনের মধ্যে বিবাদের অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় এবং সেজন্যই অনুমিত হয় যে বহাউদ্দীন দেশ পরিত্যাগ করতে সহজেই রাজী হলেন। আবার, তারিখে উতস্বাফের মতে খারিজম রাজবংশের এই

সুফী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রথম হতেই কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। ফখর রাজীর নিজস্ব প্রভাবেই মজ্‌দুদ্দীন বাগদাদীকে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয় এবং এই নজমুদ্দীনের উপর ছিল ফখ্‌রুদ্দীনের বিশেষ আক্রোশ ও তৎসঙ্গে ব্যক্তিগত ঘৃণা ও অবজ্ঞা।

বস্তুতঃ যুক্তিবাদী দার্শনিক ও মরমিয়াপন্থী সুফীদের মধ্যে রয়েছে অবি-চ্ছিন্ন সংঘর্ষ ও বিবাদের এক চিরাচরিত ইতিহাস। যুক্তিবাদীরা পরম সত্যের উপলব্ধিতে অনেকটা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে জ্ঞানানুশীলনের উপর নির্ভর করতে চান। কিন্তু সুফী তাত্ত্বিকদের মতে জ্ঞানানুশীলন ধ্রুব সত্য-লাভের একটা বিশেষ প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তাঁদের মতে দেহ ও বিশেষ করে মনের পবিত্রতা সাধনের মাধ্যমেই সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব হতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে সেই সময়কার প্রায় সকল সুফী কবিই, যেমন সনায়ী, খাক্কানী ও নিজামী প্রকাশ্যভাবে যুক্তিবাদী দার্শনিকদের বিরুদ্ধে লেখনীর ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে যুক্তিবাদী দার্শনিক কেবল সুন্দর সুন্দর চিন্তাধারার পরিবেশক মাত্র। তাঁরা কখনই পরম সত্যের মনোরম উদ্যানে পৌঁছতে পারবে না।

বহাউদ্দীনেরও এই যুক্তিবাদী দার্শনিকদের প্রতি ছিল বিষম অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা। তিনি অনেক সময় ফখ্‌রুদ্দীনের মুখামুখী তাঁকে নিন্দাবাদ করেছেন। ফরুজনফরের কথায় "আপনি মুখরোচক ভাবসামগ্রীর মাধ্যমে কেবল আপনার অনুসরণকারীদের বিপথে চালিত করেছেন এবং এই প্রভাবের মূলে রয়েছে আপনার নিজের মধ্যে প্রবৃত্তির প্রধান্য (ঈ ঘলবহ আজ বহরে তাস্ত কি নফ্‌স ঘালিব অস্ত)।" এবং ফরুজনফর বহাউদ্দীনের 'ম'আরিফ' গ্রন্থ হতে এমন আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি দ্বারা এ তথ্যের প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয়েছেন।

আমাদের কবিবর রূমীও এরূপ সুলভ ভাব-বিলাসী দার্শনিক ও তাঁদের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে ফখ্‌রুদ্দীনের নিন্দাবাদে কবিতা রচনা করেছেন।

ফল্‌সফীমর দেওরা মুন্‌কর শওঅদ ;
দর হমানদম সুখ্‌রয়ে-দেও-ঈ বওঅদ।
গর নদীদী দেওরা খুদর ববীন ;
বে জনুন নবওঅদ কবুদীদর জবীন।
(মসনবী, ১ ; ৩২৮৩ - ৪)

অর্থাৎ, দার্শনিক শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করে (বটে), (কিন্তু) সে-মুহূর্তেই শয়তানী প্রভাবে প্ররোচিত হয়। (হে দার্শনিক) যদি শয়তানকে দেখে না থাক, তাহলে নিজকে দেখ। শয়তান-প্রভাবযুক্ত না হলে কপালে বা ভ্রূ-যুগলে (কখনও) নীল রেখাপাত হয় না।

সিংহ ও খরগোশের কাহিনীতে ফখ্‌রুদ্দীনকে গর্বিত সিংহের সহিত তুলনা করে নিরীহ খরগোশের সুচতুরতায় তাঁর কেমনভাবে পতন হয়, কী সুন্দরভাবে কবিবর তার উল্লেখ করেছেন,

দর চুনীন নঙ্গী ও-আঁ। গহ ঈঁ অজব ;
ফখ্‌রে-দীন খাহদ কি গুয়েন্দশ লক্কব।
অয় তু শেরে দর তগে-ঈঁ চাহে-ফদ ;
নফ্‌সে-চুঁ খরগোশ খূনৎ রীখ্‌ৎ ও খুর্দ।
(ঐ ; ১৩৫০-১)

অর্থাৎ, এই তার দুরবস্থা এবং তখনও কী আশ্চর্য যে ধর্ম (অন্ধ) গর্বিত (ফখ্‌রুদ্দীন), চায় যে তাকে 'ধর্ম-গৌরব' উপাধিতে ভূষিত করা হউক। হে (ফখ্‌রুদ্দীন), তুমি তো সঙ্কীর্ণ কূয়োর গভীরতম তলভূমিতে (পতিত) সিংহ (মাত্র), খরগোশের ন্যায় একটি (ক্ষুদ্র) প্রাণী তোমার রক্তপাত করে পান করেছিল।

তাঁর "অহ্‌ওআল ও জিন্দগানিয়ে-জলালুদ্দীন মুহম্মদ" নামক রূমীর জীবন-চরিতে ঈরানীয় অধ্যাপক ফখ্‌রুদ্দীনের বিরুদ্ধে রচিত আরো একটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন,

অন্দর-ঈঁ রহ গর খিরদ রহ-বীণ বুদী ;
ফখ্‌র-রাজী রাজদারে-দীন বুদী।

অর্থাৎ, এই (সুফী-ধর্ম) পথে জ্ঞান যদি পথ-প্রদর্শক হতো, তাহলে ফখ্‌র (-উদ্দীন) রাজীই ধর্মের গূঢ়-তত্ত্বের জ্ঞাতা হতে পারতো।

অধ্যাত্ম স্বভাব মানব-মনের একটি সহজাত গুণ। তাই সুফী-ধর্মমত স্বাভাবিকভাবেই ১১ শতাব্দীতে একটি গৌরবময় মর্যাদার অধিকারী হয়। তা জনসাধারণকেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। জ্ঞানী-গুণী এমন কি রাজন্য বর্গও সুফী-প্রবক্তাদের সমাবেশে যোগদান করতেন। এবং তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ নানা সমস্যায় সুফীদের নিঃস্বার্থ উপদেশাদি অতি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করতেন। তবে তাঁদের গৌরবময় দিন তখনই বিশেষভাবে উপলব্ধ হয় যখন "হুজ্জৎ-উল্‌-ইসলাম" নামে প্রসিদ্ধ অল-ঘজালী (মৃত্যু ১১১১ খ্রীষ্টাব্দ), নিজে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হয়েও, সুফীচিন্তাধারাকে সমর্থন করেন এবং তথাকথিত দার্শনিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আবু আলী-সীনা ও আবু নস্বর ফারাবীর ন্যায় বিখ্যাত চিন্তাবিদদের 'কাফির ও জিন্‌দিক' বলতেও ভ্রূক্ষেপ করেননি।

অফ্লাকীর মতে সুফীপ্রবক্তা বহাউদ্দীন ও বিখ্যাত দার্শনিক ফখরুদ্দীনের মধ্যে মনোমালিন্যের সূচনা হয় ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বিবরণী হতে এইটুকু অনুমিত হয় যে বহাউদ্দীনের দেশত্যাগের অভিপ্রয়াণ যখন সূচিত হয়, তখনও ফখরুদ্দীন জীবিত ছিলেন এবং তাঁর অভিপ্রয়াণের প্রারম্ভে জলালের বয়স ছিল ৫ বৎসর। কিন্তু ইহা সর্ববাদীসম্মত যে জলালুদ্দীন রূমী ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহলে তাঁর পিতার দেশত্যাগের সূচনা হবার কথা ১২১২ কিংবা ১২১৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু আমরা আরো জানি যে ফখরুদ্দীনের মৃত্যু হয় ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে। এবং সেই হিসেবে বহাউদ্দীনের অভিপ্রয়াণের সূচনা হবার কথা ফখ্‌রুদ্দীনের মৃত্যুর প্রায় ৪ বৎসর পরে। তাহলে বল্‌খ-সুলতানের অসন্তোষের কারণেই বহাউদ্দীন দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন বলে যে অফ্লাকী মন্তব্য করেছেন, তা আমরা সঠিক মেনে নিতে পারি না।

বস্তুতঃ অফ্লাকী এমন সব পরস্পর বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছেন যার সমন্বয়সাধন অতি কঠিন ব্যাপার। যেমন, এক পৃষ্ঠায় বলেছেন, যখন তাঁর পিতা দেশত্যাগ করেন, তখন জলালুদ্দীনের বয়স ৫; তার পরক্ষণেই আবার অন্য পৃষ্ঠায় লিখেছেন, বল্‌খ শহরে থাকাকালীন তিনি ৬ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। তিনি আরো

বলেছেন, দেশত্যাগের অভিপ্রয়াণে বহাউদ্দীন বাগদাদ পরিত্যাগ করার পূর্বেই মোঙ্গলদের কর্তৃক বল্‌খ আক্রমণের সংবাদ (বাগদা ... ল নিকট পৌঁছে। আবার, অফ্লাকীর মতে বহাউদ্দীনের বল্‌খ পরিত্যাগ ও চঙ্গীজখান কর্তৃক বল্‌খ ও তার নিকটবর্তী রাজ্যসমূহে নারকীয় লীলা সাধনের মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ হলো প্রায় ৮ বৎসর।

ইরানীয় অধ্যাপক ফরূজনফর মনে করেন যে এসব ইতিহাসবিরুদ্ধ ঘটনাবলী বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য, অফ্লাকী চাননি যে কোনপ্রকারে মৌলানা রূমীর বংশমর্যাদা লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়। ঠিক তেমনিভাবে অন্যান্য জীবনীকারও অফ্লাকীর অনুসরণ করে তাঁদের মন্তব্য পেশ করেছেন। তিহরান-অধ্যাপকের মতে বর্বর তুর্কসৈন্যদের হিংস্র রক্তপাত-ভীতিই বহাউদ্দীনের নিজ দেশ বল্‌খ পরিত্যাগের আসল কারণ। বস্তুতঃ এই ভীতি ও ত্রাস সমস্ত পারস্য সাম্রাজ্যেই তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং সেই কারণেই তখনকার যুগের কতকটা ক্ষমতাশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন মৌলানা পরিবার তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গসহ বিষয়-সম্পত্তির সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে স্বদেশে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরূপ আরো অনেক ইরানীয় পরিবার দেশ পরিত্যাগ করে নানা দূরদেশে বসতি স্থাপন করেন। আছীরুদ্দীন অউমানীর কাব্য-গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে যে সেই সময়ে বাগদাদ শহরে কোন বাড়ী ভাড়া পাওয়া বা কোন আশ্রিতের আশ্রয়স্থান খুঁজে পাওয়া ছিল অতি দুরূহ ব্যাপার। হমদনবাসী আছীরুদ্দীন 'অবদুল্লাহ অউমানী (মৃত্যু ১২৫৭) কুর্দিস্তানের শাসক শিহাবুদ্দীন সুলেমান শাহ্‌র প্রশস্তিতেই বিশেষ করে তাঁর কাব্য-গ্রন্থটি লিখেছেন। এই সুলেমানশাহও বাগদাদ আক্রমণকালে হুলাকু খানের আদেশে নিহত হন। ঐ সময়েই "মির্শাদুলইবাদ" প্রণেতা 'দায়হ' নামে প্রসিদ্ধ নজ্‌মুদ্দীন (মৃত্যু ১২৫৬) 'মা-উআরা-অন-নহর' (বা Transoxiana) পরিত্যাগ করে প্রথমে রয় এবং তারপরে কোনিয় শহরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। জামীর মতে তিনিও নজ্‌মুদ্দীন কুব্রা ও মজ্‌দুদ্দীন—এই উভয় সুফী শ্রেষ্ঠের শিষ্য এবং কোনিয়-বাসী—স্দরুদ্দীনের সঙ্গে মৌলানা রূমীর ধর্মসভায় যোগদান করেছিলেন।

অফ্লাকীর মতে, প্রায় চল্লিশজন শিষ্যবর্গসহ বল্‌খ পরিত্যাগের পূর্বে বহাউদ্দীন রাজা ও রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে বল্‌খের প্রধান মসজিদে একটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। সেই সভায় তিনি শীঘ্রই মোঙ্গল-আক্রমণের ভবিষ্যৎবাণী করে বলেন যে তার ফলে রাজা হবেন সিংহাসনচ্যুত দেশ যাবে মোঙ্গলদের দখলে, বল্‌খ হবে ধ্বংস ও বল্‌খরাজ পালিয়ে রোমীয় দেশে কোন প্রকারে আশ্রয় পেলেও, অবশেষে তাদের হাতে হবেন নিহত। বস্তুতঃ তাঁর প্রত্যেকটি ভবিষ্যৎবাণীই কার্যে পরিণত হয়—খারিজমী রাজবংশ হয় সিংহাসনচ্যুত; এবং বল্‌খ শহর ১২২১ খৃষ্টাব্দে হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত। কেবল বল্‌খ রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র অংশে ঐ রাজবংশের শেষ রাজা প্রায় বার বৎসর কোন প্রকারে তাঁর দেশ শাসন করে, একই সঙ্গে আশ্রিত ও আক্রমণকারী হিসেবে মিশর, সিরিয়া ও এশিয়ামাইনরের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে আজরবইজানে প্রাণত্যাগ করেন।

কথিত আছে তাঁদের পিতার বল্‌খ পরিত্যাগের সময়ে বহাউদ্দীনের সঙ্গে ছিল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ছয় বৎসর বয়স্ক জলালুদ্দীন এবং ৮ বৎসর বয়স্ক তার বড় ভাই আলাউদ্দীন। এবং তাঁদের উভয় হতে বড় বিবাহিত বোন তার স্বামীর সঙ্গে দেশেই থাকেন। কিন্তু অধ্যাপক ফরূজনফর মৌলনা রুমীরই পুত্র সুলত্বান উঅলদের 'উঅলদ-নামহ'-কে নজির হিসেবে গ্রহণ করে বলেন যে, বহাউদ্দীনের দেশত্যাগের অভিপ্রয়াণযাত্রা ১২২১ খৃষ্টাব্দের (যখন চঙ্গীজখান যথার্থই বল্‌খ শহর দখল করেন) বেশী পূর্বে হয়নি। তিনি এইভাবে তা ব্যক্ত করেছেনঃ "যখন সেই শাশ্বত সম্রাট বল্‌খ-বাসী কতৃক নিপিড়ীত হচ্ছেন, তখন হঠাৎ ঈশ-বাণী শুনলেন, 'হে শেখ বা সুফী সম্প্রদায়ের অতুলনীয় নেতা, এসব গোষ্ঠীবদ্ধ জীব যখন নানাপ্রকার বিরোধদ্বারা তোমায় নিপীড়িত করছে, এসব শত্রুর মধ্য হতে তুমি বেরিয়ে আস—এদের জন্য শীঘ্রই আমি শাস্তি ও নির্যাতনের ব্যবস্থা করছি।' যখন তিনি ঐ দেব-বাণী শুনলেন, তাঁর ক্রোধ-তক্তকে দমিত করে বল্‌খ হতে হিজাজ অভিমুখে রওনা হলেন। কারণ, সেই (গূঢ়) রহস্যই তাঁর উপর কার্যকরী হ'ল। তাঁর চলার পথেই তিনি খবর পেলেন যে ঐ রহস্য কার্যকরী হচ্ছে। এবং তাতাররা

রাজ্য আক্রমণ করে ইসলাম-সৈন্যকে বিধ্বস্ত করেছে। তারা বল্‌খ দখল করে যেমন তাঁদের নাকাল করেছে, তেমনি তাঁদের অগণিত জনসংখ্যাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। অনেক বড় বড় শহরকে তারা বিনষ্ট করে দিয়েছে; কারণ, (পরম) সত্যের শাস্তির বিধান (এরূপ) হাজার প্রকৃতিরই হয়।"

চুঁকি অজ হক চুনীন খিত্তাব শুনীদ;
রিস্তয়ে খশ্‌ম রা দরাজ তনীদ।
কর্দ অজ বল্‌খ 'অজম স্যুয়ে-হিজাজ;
জাঁকি শুদ কারগর দর-উ রাজ।
বুদ দর রফ্‌তান ও রসীদ খবর;
কি অজ-আঁ রাজ শুদ পদীদ অছর।
কর্দ তাতার কস্‌দে-আঁ ইক্‌লীম;
মুন্‌হজিম গশ্‌দ লশ্‌করে-ইসলাম।
বল্‌খ রা বসতদ ও বজারী জার;
কুশ্‌ৎ অজ-আঁ ক্বোম বেহদ ও বেসিয়ার।
শহর-হায়ে বুজুর্গ-কর্দ খরাব;
হস্‌ৎ হকরা হজার গুনহ 'অজাব।

তাঁর স্বদেশ বল্‌খ হতে বিদায় গ্রহণ করে বহাউদ্দীন তীর্থ-যাত্রার উদ্দেশ্যে বাগদাদ অভিমুখে রওনা হলেন। পথিমধ্যে নিশাপুরে তিনি সুফী-সাধক শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তারের সহিত মিলিত হন। দৌলতশাহ-র মতে শেখ আত্তার নিজে মৌলানা বহাউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং তখন জলালুদ্দীন সামান্য বালক মাত্র। তিনি জলালুদ্দীনকে তাঁর "অসরার-নামা" গ্রন্থটি উপহার দিয়ে তাঁর পিতা বহাউদ্দীনের নিকট ভবিষ্যৎ-বাণী করলেন যে তাঁর পুত্র নিপীড়িত জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন। আবার, জামীর, "নফহাতুল-উন্‌স" নামক জীবনী-সংগ্রহ হতে জানতে পারি যে জলাল অতি যত্নের সহিত এই উপহার-গ্রন্থটি তাঁর নিকট রাখতেন এবং কবিবর পরবর্তী জীবনে ফরীদুদ্দীনের গ্রন্থাদি, বিশেষ করে সুফী-মার্গের ভগবৎ-মুখী-বিভিন্ন স্তরবিন্যাসকারী রূপক কাব্য "মুনত্বিকুৎ-তৈয়র"—হতে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

বহাউদ্দীনের বিদেশে অভিপ্রয়াণের তারিখই যেখানে বিভ্রান্তিকর, সেখানে বহাউদ্দীন আত্তার সাক্ষাৎকার ও আত্তারের জালালুদ্দীনকে উপহার-গ্রন্থটি দেওয়ার দিনটিও কতকটা জটিলতার সৃষ্টি অবশ্যই করবে। সাধারণভাবে বহাউদ্দীনের অভিপ্রয়াণ-যাত্রা ১২১৩ খৃষ্টাব্দে সূচিত হয় বলে মনে করা হয়, যখন জলালুদ্দীনের বয়স মাত্র ছয় বৎসর। কিন্তু অধ্যাপক ফরূজন্‌ফরের মতে ঐ সাক্ষাৎকার ঘটে ১২২১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে, যখন জলালের বয়স ১৪ বৎসর এবং তাহলেই বরং আত্তারের ভবিষ্যৎ-বাণীর কতকটা সার্থকতা আছে বলে ইরানীয় অধ্যাপক অভিমত প্রকাশ করেন।

বহাউদ্দীন যেমন কুব্রাইয়া সুফী-সম্প্রদায়ের একজন নেতা বা দীক্ষা-গুরু ছিলেন, তেমনি আত্তারও নজমুদ্দীন কুব্রা ও মজ্‌দুদ্দীন বাগদাদীর ন্যায় সুফী-মনীষীদের নকট শিক্ষাপ্রাপ্ত। এবং সে কারণে তাঁরা উভয়েই যে একই সম্প্রদায়ভুক্ত তা প্রমাণ করার জন্য এই সাক্ষাৎকার প্রচারের একটা সার্থকতা অবশ্যই আছে। কিন্তু ফরূজন্‌ফর এই প্রচারকে ইতিহাস-দুষ্ট বলে সন্দেহ প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন যে মৌলানা রূমীর দুটি প্রামণ্য গ্রন্থ অফ্লাকী-রচিত 'মনাক্বিবুল-আরিফীন' ও কবি-পুত্র সুলত্বান উঅলদের মসনবী-কাব্য 'উঅলদ-নামহ'-র কোনোটিতেই এই দুই সুফী-মহাত্মার সাক্ষাৎকারের কোন উল্লেখ নেই, বিশেষ করে অফ্লাকী যেখানে জলালুদ্দীনের অনেক অবান্তর অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা করেছেন।

জে, পি, ব্রাউন তাঁর দরবেশ (**Darvishes**) নামক ইংরেজী-গ্রন্থে মৌলানা রূমী ও ফরীদুদ্দীনের সাক্ষাৎকারকে কোন পার্থিব ঘটনা না বলে ইহা বিশেষ পরমার্থিক সম্মিলন (**Spiritual communion**) বলেই অনুমান করেন। কোন কোন জীবনী-লেখক আরো এগিয়ে গিয়েছেন। যেমন, 'রৌজতুল-জন্নাৎ' নামক হেরাতের ইতিহাস-গ্রন্থ প্রণেতা বলেন যে, মৌলানা রূমী শেখ 'আত্তারের নিকট অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সাধন-সেবার সুযোগ লাভ করে, তাঁর সকল গুহ্য-তত্ত্বই অবগত হন এবং তারপরে সুফী সাধক-কবি সনায়ীর নিকট হতেও সাধনদ্বারা আত্ম-তত্ত্ব লাভের সুযোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু পার্থিব দৃষ্টিতে এ সকল ঘটনা কখনই

সম্ভব হতে পারেনা; কারণ সনা'ঈ জলালুদ্দীনের জন্মের প্রায় ৫৯ বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করেন।

বহাউদ্দীন বাগদাদে উপস্থিত হলে, খলিফা মুস্ত'অস্বিমের প্রতিনিধি হয়ে তখনকার প্রখ্যাত স্থানীয় ধর্মপ্রাণ শেখ শিহাবুদ্দীন 'উমর সুহরবর্দী সুফী নেতার সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বহাউদ্দীন তিন দিনের বেশী বাগদাদে অপেক্ষা না করে চতুর্থ দিনে পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে তীর্থ-যাত্রায় রওনা হন। তথায় মহত্তর তীর্থ-বাস উৎযাপন করে তিনি সিরিয়ার দিকে ধাবিত হন এবং নিকটবর্তী কোন স্থানে কতককালের জন্য অবস্থান করেন। জামীর মতে হজ-কার্য বা তীর্থ-কৃত্য সমাপনান্তে তিনি পশ্চিম ইউফ্রেতিসের তীরবর্তী অর্জিনজন নামক শহরে প্রায় চার বৎসর কাল রাজা ফখ্রুদ্দীন বহরামশাহ-র সাধিকা স্ত্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই সম্রাট বহরামশা-ও ছিলেন উচ্চশিক্ষার একজন মস্ত পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁরই নামে নিজামী-গঞ্জবী-কর্তৃক রচিত ''মখ্জনুল-অস্রার''-গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়। ফরূজনফরও এ তথ্যকে সমর্থন করে বলেছেন যে, ফখ্রুদ্দীন ও তাঁর পুত্র 'অলাউদ্দীন (দাউদশাহ, ১২২৫-২৮) উভয়েই উচ্চশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ও তৎকালে অর্জিনজানের শাসনকর্তা ছিলেন বলে এ উক্তি ইতিহাস-দুষ্ঠ বলেই মনে হয়।

কিন্তু অফ্লাকীর মতে বহাউদ্দীন মক্কায় তীর্থকৃত্য সমাপন করে উত্তর ইউফ্রেতিসের তীরবর্তী মলাত্বিয় নামক শহরে প্রায় চার বৎসর অবস্থান করেন। তারপর যান এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত লারিন্দ (অধুনা করমান) শহরে। তথায় স্থানীয় শাসনকর্তা আমীর মুসা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজে প্রায় আট বৎসর কাল অধ্যক্ষরূপে অবস্থান করেন। ঐখানেই ১২২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র জলালুদ্দীন মুহম্মদ সমরখন্দ অধিবাসী লালা শরফুদ্দীনের কন্যা গৌহর খাতুনকে বিয়ে করেন। তখন তাঁর বয়স আঠার। আবার ব্রাউনের পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস (**Literary History of Persia**) বা হোসেন শজরহ রচিত 'শখ্সিয়তে-মৌলবী'-তে তখন জলালুদ্দীনের বয়স ২১

বলে উল্লিখিত হয়েছে। গৌহর খাতুনের গর্ভে তথায়ই তাঁর প্রথম দুই পুত্র—'অলাউদ্দীন ও বহাউদ্দীন সুলত্বান উঅলদের জন্ম হয়। মনে হয় তাঁর প্রথমা স্ত্রী যৌবনেই প্রাণত্যাগ করেন। গৌহরের মৃত্যুর পর তিনি আবার কোনিয় অধিবাসী কিরা খাতুন নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে জ°লুদ্দীনের আরো দুইটি সন্তান লাভ হয়—একটি পুত্র ও একটি কন্যা। কিরা খাতুন তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরেও আরো অনেক দিন জীবিত ছিলেন।

কবি-পুত্র সুলত্বান উঅলদের মসনবী 'উঅলদ-নামা'-তে কিন্তু অন্যপ্রকার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তিনি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন যে মোঙ্গলদের আক্রমণের প্রাক্কালে বহাউদ্দীন তাঁর স্বদেশ পরিত্যাগ করে মক্কায় হজ-ক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক তাঁর জীবনের শেষ দুই বৎসর কোনিয়তে বসবাস করেন। বর্ণনার উদাহরণস্বরূপ নিম্নে তাঁর দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হল।

আমদ আজ কাবা দর বিলায়েতে-রূম ;
তা শুদন্দ অহলে-রূম অজ উ মরহুম।
অজ হমা মুল্কে-রূম কুনিয় রা,
বর গুজিদ ও মুকিম শুদ ঈঁজা।

এসব তথ্যাদি হতে ফরূজনফর মনে করেন যে মক্কা গিয়ে তীর্থ-দর্শনের পূর্বে কবি-পিতা নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান এবং অবশেষে তীর্থ-দর্শনান্তে শেষ-জীবন তিনি কোনিয়াতে অতিবাহিত করেন।

বস্তুতঃ সেই সময়ে ইরান বা পারস্যদেশের অবস্থা মোঙ্গলদের অত্যাচারে এরূপ বিপদাপন্ন ছিল যে গ্রাম বা শহরবাসী কেউই একটি রাতও নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারতেন না এবং পরবর্তী দিনটি মৃত্যু বা কারারুদ্ধ অবস্থা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য নিরাপদ স্থানের খুঁজে তাঁদের ব্যস্ত থাকতে হতো। এমতাবস্থায় যাঁদের কিছুটা সহায়-সম্বল ছিল তাঁরা নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করে দূরবর্তী কোন স্থানে যেখানে তখন পর্যন্তও কোন ধ্বংসলীলার সূচনা হয়নি তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট গিয়ে তথায় অবস্থানের চেষ্টা করতেন, যাতে অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য কতকটা সুখে ও শান্তিতে বাস করতে পারেন

এবং নিজ চক্ষে অন্যান্য আত্মীয়দের রক্তপাত ও তজ্জনিত মৃত্যু না দেখতে হয়। যদিও কোন কোন রাজ্য অধীনতা স্বীকার পূর্বক মোঙ্গলদের অত্যাচার হতে অব্যাহতি লাভ করে—কিন্তু এই নিরাপত্তা কখনই কোন দেশে কাম্য নয়। আবার কোন স্বাধীনচেতা বুদ্ধিজীবী মানুষের পক্ষে এ নিরাপত্তাও স্থায়ী হতে পারে না। এমনকি ফারস বা পারস্যদেশের আতাবক রাজাদের সেই সময়কার শাসন ব্যবস্থা অনেকটা সুষ্ঠু হলেও আমরা দেখতে পাই নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্যক্তিগণ—যাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাঁদেরই তথায় বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু পবিত্রাত্মা জ্ঞান-সাধকদের অনেক সময় অতি দুরবস্থার মধ্যে কাল যাপন করতে হয়েছে। 'তারীখে-উত্সস্বাক'-এর মতে অতাবক-সম্রাট আবুবকর বিন স'অদ যদিও ধর্মপ্রাণ, নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তিনিও কয়েকজন গণ্যমান্য পণ্ডিত বা শিক্ষিত ব্যক্তিকে তাঁদের স্বাধীন মতবাদের জন্য শীরাজ হতে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন।

সেকারণেই সুফী-মতবাদের একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও, এবং তাঁর চিন্তাধারা তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের তথাকথিত দার্শনিক মতবাদের অতি ঊর্দ্ধে অবস্থান করলেও, বহাউদ্দীন উঅলদ স্বদেশ পরিত্যাগ করে 'রূম' অভিমুখে যাত্রা করা সমীচীন মনে করেন—যে পশ্চিম তুরস্ক সেই সময়ে মোঙ্গল আধিপত্যের অনেকটা বাইরে ছিল এবং যেখানে এমন একজন শাসনকর্তা ছিলেন, যাঁর দূরদর্শিতা যেমন ছিল অতি প্রখর, তেমনি তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষার একজন পৃষ্ঠাপোষক এবং প্রকৃত খাঁটি লোকের একজন সমজদার ব্যক্তি। অফ্লাকীর মতে 'অলাউদ্দীন তাঁকে লারিন্দ থেকে কোনিয় আগমনের জন্য আহ্বান করেন এবং বহাউদ্দীন কোনিয়তে পদার্পন করার মুহূর্তেই 'অলাউদ্দীন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু সুলত্বান উঅলদের মতে বহাউদ্দীন তথায় কিছুকাল অবস্থান করার পর কোনিয়-রাজ কর্তৃক আপ্যায়িত হন। তাছাড়া কোনিয়-শহরের সৌন্দর্যও বহাউদ্দীনের তারপ্রতি আকর্ষণের আর একটি কারণ হতে পারে। প্রসিদ্ধ বিশ্ব-পর্যটক ইবনে-বত্তুত্ব তাঁর ভ্রমণ

কাহিনীতে লিখেছেন, "কোনিয় রম্য প্রাসাদপূর্ণ একটি বৃহৎ শহর এবং তার-মধ্যে রয়েছে নানা স্রোতধারা ও ফলের বাগান। রাস্তাঘাট যেমন অতি প্রশস্ত, তেমনি হাট-বাজারও সুচারুভাবে পরিকল্পিত। প্রত্যেকটি শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক বাজার। কথিত আছে যে এই শহরটি আলেকজেণ্ডার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।"

এইসব তথ্যাদি হতে মনে হয় এশিয়া মাইনরের সলজূকীয় সুলত্বান 'অলাউদ্দীন কয়ক্বুবাদ (১২২০—১২৩৬ খৃঃ)—যিনি পূর্ব হতেই বহাউদ্দীনের পাণ্ডিত্য ও খ্যাতির কথা অবগত ছিলেন, সীবাস শহরে কিছুকাল অবস্থান করার পর কোনিয়তে পৌঁছেই বহাউদ্দীনকে তাঁর রাজধানীতে সাদর অভ্যর্থনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটি কলেজের অধ্যক্ষরূপে তাঁকে কর্মভার দিয়ে শীঘ্রই বহাউদ্দীনের একজন শিষ্য বলে পরিগণিত হলেন।

কোনিয়বাসীদের বহাউদ্দীনের প্রতি ছিল অসীম শ্রদ্ধা ও অগাধ বিশ্বাস। এবং দৌলতশাহ তাঁর জীবনী-সংগ্রহে (তজকিরা) লিখেছেন, যখনই তিনি ধর্মালোচনা বা ধর্মের প্রচারে ব্যাপৃত থাকতেন, সুলত্বান 'অলাউদ্দীন জন-সাধারণকে মৌলানা (বহাউদ্দীনের) নামে নানা উপহার ও ধন বিতরণ করতেন এবং তাঁর দীক্ষা-গুরুর প্রতি সম্রাটের ছিল অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি। অফ্লাকী আরো বলেন যে সকল সন্ত ও জ্ঞানী-ব্যক্তিদের সম্মিলিত এক মহতী সভায় বহাউদ্দীনকে আমন্ত্রণ করা হয় এবং তাঁরা সকলেই তাঁর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সুলত্বান তথায় তাঁর শিষ্যপদে অভিষিক্ত এবং রাজন্য-বর্গ ও সৈন্যসামন্ত ও তাঁর শিষ্যরূপে পরিগণিত হলেন। কিন্তু রাজন্যবর্গ ও সৈন্যসামন্তের একই সঙ্গে তাঁর শিষ্যরূপে পরিগণিত হওয়ার ব্যাপারটি কতকটা আতিশয্য বলেই মনে হয়।

সুলত্বানের 'লালা' বলে পরিচিত এবং 'জরদার' (বা ধনীব্যক্তি) বলে প্রসিদ্ধ বহাউদ্দীনের শিষ্য আমীর বদরুদ্দীন গৌহরতাশ তাঁর পুত্রদের জন্য একটি কলেজ বা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসা মৌলানার ধর্মসভার একটি আড্ডা বলে পরিগণিত হয় এবং আহমদ আফ্লকী এই আড্ডা-খানাকে

'মদ্রসয়ে-হজরৎ খুদাবন্দগার' নামে অভিহিত করেছেন। বহাউদ্দীন ১২৩১ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। এবং তাঁর কবরের উপর সুলতান মার্বেল পাথরের একটি সমাধি-স্তম্ভ স্থাপন করেন। কিন্তু দৌলৎশার মতে ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে বহাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। এ তথ্য অনেকটা ভ্রান্ত বলেই অনুমিত হয়।

বহাউদ্দীন ছিলেন একজন সুফী-সাধক। অফ্লাকী তাঁর নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য-কলাপের বর্ণনা করেছেন। পার্থিব, দেহাত্মবুদ্ধি এবং সংশয়াত্মা এসব দেহ-মনের উর্দ্ধে অবস্থিত অধ্যাত্ম ব্যাপারকে খুব একটা মূল্য না দিলেও সকল দেশের বা সর্ব ধর্মের অধ্যাত্মবাদীই কিন্তু এসব আলৌকিক ব্যাপারকে অতি শ্রদ্ধার সহিত সমর্থন করেন। এবং দেহ-মনে পবিত্র যে কোন সাধক পুরুষই যে ভগবৎ-অনুগ্রহে এ সব আলৌকিক কার্য সম্পাদনে সক্ষম হতে পারেন, তা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন।

বহাউদ্দীন তাঁর চিন্তা-প্রসূত কার্যধারার কোন বিবরণী বা গ্রন্থ রেখে যাবার চেষ্টা না করলেও, আমরা দেখতে পাই ফরুজনফর তাঁর মৌলানারূমীর জীবন-চরিতে "মু'আরিফ" নামে বহাউদ্দীনের একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থটি আলী আকবর দহ-খুদার পঁুথি-সংগ্রহে পাওয়া গিয়াছে। সেখানে কথিত হয়েছে যে খুদা-দাদ নামে মৌলবী সম্প্রদায়ের একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ গ্রন্থটি ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে কোনিয়তে বসে রচনা বা সম্পাদনা করেন! অফ্লাকীও তাঁর মনাকিবুল-'আরিফীনে এ গ্রন্থের হদীস দিয়েছেন।

ঐ গ্রন্থটি অবশ্যই সাধারণভাবে রূমীকে প্রভাবান্বিত করবে। এবং একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেও আমরা দেখতে পাই যে তাঁর মহান, সুবিখ্যাত পুত্র শ্রদ্ধেয় পিতার 'মারিফ' গ্রন্থ হতে অনেক চিন্তা-কনিকা কেমন সুন্দরভাবে তাঁর মসনবী ও গজল-কাব্যে পরিবেশিত করেছেন। যেমন, বহাউদ্দীন তাঁর অল-মারিফে বলেছেন, "এখন তোমাতে যখন ভগবান ও তাঁর মহত্ত্বের প্রতি একটা অনুরাগ হয়েছে, মনে রাখবে যে এ ভগবানেরই একটি বাঞ্ছিত বস্তু। এবং তোমাতে যদি স্বর্গ বা স্বর্গীয় সুখ-অনুসন্ধানের প্রতি কোন প্রবণতা আসে, তাও স্বর্গেরই আকুতি, যে তোমার সান্নিধ্য কামনা

করে। আবার যদি তুমি কোন মানুষের প্রতি আকর্ষিত হও, তাও সেই মানব-মনের আকাজ্ক্ষাই তোমাকে প্রলুব্ধ করছে। কারণ একহাতে কখনই তালি বাজে না (আক্নূঁ চঁু তু খুদ রা রুগ্‌বতী দীদী ব-অল্লাহ ও ব-স্বফাতে-অল্লাহ মিদান কি আঁ তকাজায়ে-আল্লাহ-স্ত ও অগর মৈলৎ ব-বিহিশৎ ও দর ত্বলবে-বিহিস্তী আঁ মৈলে-বিহিস্ত-স্ত কি তুরা ত্বলব মী কুনদ ও অগর তুরা মৈল ব-আদমী-স্ত আঁ আদমী নীজ তুরা ত্বলব মী কুনদ কি হরগিজ অজ য়ক দস্ত বাং নীআয়েদ।)।''

প্রায় একই চিন্তাধারা রূমীর নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোকে দৃষ্ঠ হয়।

হীচ 'আশিক খুদ নবাশদ উঅস্বল-জু;
কিহ ন ম 'অশূক্বশ বুঅদ জ্‌য়ায়ে উ।
লীক 'ইশকে-'আশিক্বান তন জিহ কুনদ;
'ইশক্বে ম'অশূক্বান খুশ ও ফরবিহ কুনদ।
চঁু দরী দিল বক্বে মিহরে-দূস্ত জস্ত;
অন্দর আঁ দিল দূস্তী-মীদান কি হস্ত।
দর দিলে-তু মিহরে-হক চুঁ শুদ দু তূ;
হস্ত হক রা বে-গুমানী মিহরে ত্‌।
হীচ বাঙ্গে কফ জদন নায়দ ব-দর;
অজয়কী-দস্তে-তু বে-দস্তী-দিগর।

অর্থাৎ, কোন প্রেমিকই মিলন ইচ্ছুক হয় না, যদি না তাঁর প্রিয়তমও তাঁর মিলনাকাঙ্ক্ষী হয়। কিন্তু প্রেমিকের ভালবাসা দেহকে ধনুকের জ্যায়ে (রূপান্তরিত) করে, আর প্রিয়তমের প্রেম করে মনোরম ও সমৃদ্ধ। যখন এই অন্তরে বন্ধুর ভালবাসার বিদ্যুৎ ঝলকিয়ে উঠে, (তখন) জানবে যে ঐ হৃদয়েও বন্ধুত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে। ভগবৎ প্রেম যখন তোমার অন্তরে দোটানায় পড়ে, তখন তোমার প্রতি নিঃসন্দেহে ভগবৎ প্রেম রয়েছে। কারণ হাত তালির শব্দ অন্য হাত ব্যতীত কেবল তোমার একহাত দ্বারা কখনও শোনা যাবে না।

আবার, অল-মারিফে বর্ণীত হয়েছে, "হে ধনি, এখন ধর্মপথে (নিশ্চিত) বিশ্বাস অর্জন কর এবং চোর ও (দুশ্চিরিত্র) সঙ্গীদের হতে তোমার এ বহু-মূল্য মূল-ধনকে রক্ষা কর। কারণ হাওয়া যেমন জলকে টেনে নেয় .তেমনি আশ্চর্যভাবে তোমার সকল শান্তি তারা হরণ করে নেবে (আক্নুঁ আয় খাজহ, য়কীনী হাস্বিল কুন দর রাহে-দীন ও আঁ মাইয়হে-খুদ রা নিগাহ দার অজ

তুজ্জান ও হম-নশীনান কি ঈশাণ ব-নখ্জে হমহ-রাহতে-তুরা ব-তুজদান্দ হম্চুনান কি হওআ আব রা ব-তুজদদ।)।

ঠিক তেমনিভাবে মসনবীতেও ঝঙ্কৃত হয়েছেঃ

জ আহমক্কান বগরীজ চু 'ইসা গরীখ্ৎ;
স্বুহবতে-অহমক বসী খুন্হা কি রীখ্ৎ।
অন্দক অন্দক আবরা দুজ্দদ হওআ;
দীন চুনীন দুজ্দদ ে অহমক অজ শুমা।

অর্থাৎ, যিশুখৃষ্ট বা হযরত ইসা যেমন পালিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি তুমি নির্বোধদের (নিকট) হতে পালাও; (কারণ) বোকার সাহচর্য (অনর্থক) অনেক রক্তপাতের কারণ হয়। একটু একটু করে হাওয়া (যেমন) জলকে অপহরণ করে, তেমনিভাবে বোকাও তোমাদের নিকট হতে (নিশ্চিত বিশ্বাসের পরিপূরক) ধর্মকে চুরি করে নিয়ে যায়।

মৌলানা রূমীর গজল-কাব্য হতেও এরূপ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন,

অগর তু বার নদারী চিরা ত্বলব নকুনী;
উথ-অগর ব-য়ার রযীদী চিরা ত্বরব নকুসী।
ব-কাহিলী-ব-নশীনী কি ঈঁ 'আজব কারীস্ত;
আজব তুয়ী কি হওআয়ে-চুনীন 'আজব নকুনী।

অর্থাৎ, যদি তুমি প্রবেশ পথ পেয়ে না থাক, তবে কেন খোঁজাখুজি কর না? আর যদি তুমি বন্ধুর নিকট পৌছে গিয়ে থাক কেন তার জন্য আনন্দ প্রকাশ কর না? তুমি অলসের ন্যায় বসে থাক, (আর মনে কর) যে এ অতি (কঠিন) আশ্চার্য কাজ। (কিন্তু) এটাই (বরং) আশ্চর্য যে এমন আশ্চর্য (রূপের) প্রতি তুমি (মোটেই) আগ্রহান্বিত নও। তেমনিভাবে অল-ম'আরিফে-ও বর্ণীত হয়েছেঃ "যদি পথ পেয়ে না থাক, তবে চেষ্টা কর যাতে পথ দেখতে পাও। এবং যদি পথ দেখে থাক, তবে আর দেরী কর কেন এবং আর কোন চিন্তা বা দুঃখেরই বা কি কারণ থাকতে পারে (অগর রাহে নদীদহ অয় জীদ কুন তা রাহে বীনী ও অগর রাহ দীদী তওঅক্কুফ চি মীকুনী ও চি অন্দিশহ ও খম মীখুরী!)?

—o—